গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৪ - ৩০ জুন, ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৩
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৪
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৫
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭

কর্ম সম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

মাদারীপুর জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী / উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ৩ (তিন) বছরে এই জেলায় বিভিন্ন প্রযুক্তির ৬৭০০ টি পানির উৎস স্থাপন, ৩৬ টি কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন, ৬ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ২০.০০ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন, ২ টি উচ্চ জলাধার নির্মাণ, ৪.০০ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ এবং পৌর এলাকায় ৩ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর মার্চ মাসে বিশ্ব পানি দিবস এবং অক্টোবর মাসে স্যানিটেশন মাস উদযাপনের মাধ্যমে জেলাবাসীকে উন্নত স্যানিটেশন ও সু-স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি ও বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দ করন। সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িতকরণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষন। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এইখাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ। তাছাড়া এই অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যাওয়া, খড়া মৌসুমে পানির স্থিলিতল নিচে চলে যাওয়া, পানি স্তর না পাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত লবন, আর্সেনিক ও আয়রন ইত্যাদি কারনে পানির উৎস স্থাপন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মাদারীপুর, শিবচর, রাজৈর ও কালকিনি প্রতিটি পৌরসভা সহ জেলার প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্য সম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ। এছাড়াও মাদারীপুর জেলার প্রতিটি পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহঃ

- পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন - ১০০০ টি
- পল্লী এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন - ৩৬ টি
- পল্লী এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন সিস্টেম - ১ টি
- পৌর এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন - ৬.০ কিঃমিঃ
- গৃহ সংযোগ - ১০০০ টি
- পৌর এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ - ২ টি
- পল্লী/পৌর এলাকায় ইম্প্রুভড স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ - ১০০ টি
- পৌর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ - ৪.০ কিঃমিঃ
- সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট নির্মান- ১ টি
- পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা - ১০০০ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

সেকশন ১

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision) , অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision): জনগনের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো নির্মাণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের সুস্বাস্থ্য এবং জীবন মানের উন্নতি সাধন করা।

১.৩ কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রঃ

১.৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর জেলার কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১) পল্লী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করন।
২) পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করন।
৩) পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন
৪) পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলিঃ (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)

১. পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
২. শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
৩. আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যা সংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
৫. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৬. আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;
৭. স্থানীয় সরকার , বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও
৮. নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।